আলআক্বীদাহ আততাহাবীয়াহ

ইমাম আবূ জা'ফর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সালামাহ
আলআযদী আততাহাবী আলহানাফী (রহ.)

অনুবাদ
শায়েখ আব্দুল মতীন ইবন আব্দুর রহমান

সম্পাদনায়
ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম

العقيدة الطحاوية

تأليف : الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي

আলআক্বীদাহ আততাহাবীয়াহ

সংকলক

ইমাম আবূ জা'ফর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সালামাহ আলআযদী আততাহাবী আল-হানাফী (রহ.)

অনুবাদ

শায়েখ আব্দুল মতীন ইবন আব্দুর রহমান

সম্পাদনায়

ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম

সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশনায়

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন ❖ বাংলাবাজার ❖ মগবাজার

আলআক্বীদাহ আততাহাবীয়াহ

সংকলক

ইমাম আবূ জা'ফর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সালামাহ
আলআযদী আততাহাবী আল-হানাফী (রহ.)

অনুবাদ

আব্দুল মতীন ইবন আব্দুর রহমান

সম্পাদনায়

ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট-২০১৩
শাওয়াল-১৪৩৪
ভাদ্র-১৪২০

প্রচ্ছদ : নাসির উদ্দিন

মুদ্রণ
র‍্যাকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫।

মূল্য : বিশ টাকা মাত্র

ভূমিকা

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد؛

ঈমান হলো ইসলামের প্রবেশদ্বার, আর সহীহ আক্বীদাহ হলো ঈমানের মূল অলংকার। ঈমানের দাবী করলেই মুমিন হওয়া যায় না। যেমন কিছুলোক আল্লাহ তা'য়ালাকে স্রষ্টা হিসেবে মানলেও তারা তাঁর ইবাদাতকে অস্বীকার করে এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ.

"তাদের অধিকাংশ আল্লাহর ওপর ঈমান আনলেও কিন্তু তারা মুশরিক"।[১]

জান্নাতে যাওয়ার সঠিক পথ হলো সহীহ আক্বীদার ওপর জীবন যাপন করা। এ কারণে আমাদের সম্মানিত ইমামগণ এ বিষয়ের ওপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই পুস্তক লিখে গিয়েছেন। বিশেষ করে, ইমাম আবূ জা'ফর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ (র.) (২৩৯-৩২১ হি.) এ বিষয়ের ওপর অনবদ্য একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন, পরবর্তীতে এটির নামকরণ করা হয়েছে 'আলআক্বীদাহ আততাহাবীয়াহ'। সহীহ আক্বীদার অনুসন্ধানী পাঠক পুস্তিকাটি থেকে জ্ঞানের অনেক মণিমুক্তা আহরণ করতে পারবেন। লেখক এখানে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আক্বীদাহ সম্পর্কিত মূল কথাগুলো যেমন, তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে অতিসংক্ষেপে, সিন্ধুকে বিন্দুতে ঢালার মত, চুম্বক চুম্বক কথাগুলো লিখে গিয়েছেন। হাজার বছর পরে হলেও পুস্তিকাটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়ে আমাদের হাতে পৌঁছেছে এ জন্যে আল্লাহ তা'য়ালার কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

বইটি অনুবাদ করেছেন, শায়েখ আবদুল মতীন ইবন আবদুর রহমান। পরিমার্জনার ও পুনর্নিরীক্ষণের দায়িত্বটি অর্পিত হয়েছে সম্পাদকের ওপর। পাঠকের বুঝার সুবিধার্থে কিছু কিছু জায়গায় কয়েকটি টীকা সংযোগ করা হয়েছে। বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে যারা বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম জাযা ও পুরস্কার দান করুন। পুস্তিকাটি পড়ে একজন পাঠকও যদি উপকৃত হন তা হলে আমাদের সকল প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করি। পরিশেষে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবূল করেন। (আমীন)

ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম

---

১ সূরা ইউসূফ, আয়াত ১০৬

ইমাম আততাহাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও বংশ পরিচয়:

তিনি ইমাম আবূ জাফর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সালামাহ ইবন সালমাহ ইবন আবদুল মালেক আলআযদী, আলহাজরী আলমেসরী আততাহাবী। ত্বাহা মিসরের একটি গ্রামের নাম। এই জায়গার প্রতি সম্বন্ধ আরোপ করেই তাঁকে আততাহাবী বলা হয়।

জন্ম: তিনি ২৩৯ হিজরি সনে মিসরে একটি সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, কবিতা লেখার ওপরও ছিল তার অসাধারণ পাণ্ডিত্য। মা ছিলেন একজন মহীয়সী রমণী। ইমাম আল মুযানি ছিলেন তাঁর আপন মামা। তিনি ছিলেন ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ইবনে মাযাহ এ সমস্ত হাদীস বিশারদদের সমসাময়িক কালের একজন আলেমে দ্বীন। জ্ঞানার্জন শুরু করেন নিজ পরিবার থেকেই। এরপর মাসজিদু আমরুবনিল আস (রাঃ)-এ অনুষ্ঠিত পাঠচক্রে যোগদান করেন। সেখানে আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া (রা) এর নিকট পবিত্র কুরআন হিফয করেন। এরপর তাঁর মামা খালেদ আল মুযানির নিকট হতে ফিকহ ও হাদীস শাস্ত্রের ওপর পাণ্ডিত্য লাভ করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ২০ বছর। ফিকাহ শাস্ত্রে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রা)-এর পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হন; যদিও তাঁর মামা ইমাম আলমুযানী ইমাম শাফেয়ী (রা)-এর পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন। জ্ঞানার্জনের জন্যে মিসর ব্যতীত অন্য কোথাও তিনি সফর করেননি, তবে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিসরের গভর্নর তাঁকে সিরিয়া পাঠিয়ে দেন। সেখানে গিয়ে তিনি সময় অপচয় না করে সিরিয়া এবং বাইতুল মাকদাসের শ্রেষ্ঠ আলেমদের নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। তিনি অত্যন্ত সাদামাটা জীবন যাপন করতেন। ইবনে নাদীম বলেন, ইমাম তাহাবী ছিলেন তাঁর সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম। ইমাম আসসাময়ানী বলেন, তিনি ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য ইমাম, একজন ফকীহ, একজন শ্রেষ্ঠ আলেম। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন ছাত্র হলেন, ইমাম আহমাদ ইবনে মানসূর আদদামেগানী, ইমাম আবূল ফারাজ, ইমাম আততাবারানী, মাসলামা ইবনে কাসেম আলকুরতুবী...।

তাঁর রচনাবলী:

ইমাম তাহাবী একজন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন, তিনি আক্বীদাহ, তাফসীর হাদীস, ফিকহ ও ইতিহাসের ওপর অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো :

- শারহু মা'য়ানী আল আসার, এটি তাঁর প্রথম গ্রন্থ

- শারহু মুশকিলিল আসার
- মুখতাসারুত তাহাবী ফীল ফিকহিল হানাফী
- সুনানুস শাফেয়ী
- আলআক্বীদাহ আততাহাবীয়াহ
- আশশুরুতুছ ছগীর . . .

মৃত্যু : ইমাম আবূ জাফর আততাহাবী (রা) ৩২১ হিজরি সনে, যিলক্বদ মাসের প্রথম দিকে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত মিসরে মৃত্যুবরণ করেন। [২]

২ দেখুন, শারহু আল আক্বীদাহ আততাহাবীয়াহ, ইমাম ইবনু আবীলাইয, খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৪৫-৫২, বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ

<u>بسم الله الرحمن الرحيم</u>

حسبي الله و نعم الوكيل

আল্লাহই আমার জন্যে যথেষ্ট, তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক।

মহান আল্লাহর তাওফীকের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস রেখে তাঁর একত্ববাদ সম্পর্কে আমরা [৩] বলছি, [৪]

১. নিশ্চয়ই আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক (অংশীদার) নেই।

২. কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। (কেউ তার সমতুল্য নয়)। [৫]

৩. কোন কিছুই তাকে অক্ষম করতে পারে না।

৪. তিনি ছাড়া আর কোন (সত্য) ইলাহ নেই।

৫. তিনি অনাদি, তাঁর কোন শুরু নেই। তিনি অনন্ত, অশেষ।

৬. তিনি অক্ষয়, তাঁর কোন ধ্বংস নেই।

৭. তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুই সংঘটিত হয় না।

৮. কল্পনা তাঁর নিকট পর্যন্ত পৌঁছে না এবং জ্ঞান তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না।

৯. সৃষ্ট বস্তু তাঁর সদৃশ হতে পারে না।

১০. তিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যুবরণ করবেন না। সকল কিছুর রক্ষক, তিনি নিদ্রা যান না।

১১. কোন কিছুর মুখাপেক্ষী ছাড়াই তিনি সৃষ্টিকর্তা এবং কোন প্রস্তুতি বা বন্দোবস্ত ছাড়াই তিনি রিযিকদাতা।

১২. তিনি নির্ভয়ে প্রাণ সংহারকারী এবং কষ্ট-ক্লেশ ছাড়াই পুনরুত্থানকারী।

১৩. সৃষ্টির বহু পূর্বেই তিনি তাঁর অনাদি গুণাবলীসহ বিদ্যমান ছিলেন, সৃষ্টিকুল ছিল না তাই বলে সৃষ্টির কারণে (স্রষ্টা) হিসেবে তাঁর গুণের মাত্রায় সংযোজন ঘটেনি বরং তিনি তাঁর গুণাবলীতে যেমন অনাদি ছিলেন, তেমনি তিনি স্বীয় গুণাবলীসহ অনন্ত থাকবেন।

---

৩ সম্মানার্থে আরবীতে একবচনের পরিবর্তে বহুবচন ব্যবহার রীতিসিদ্ধ

৪ লেখক মিসরে অবস্থানকালীন সময় বলেছিলেন, ফুকাহায়ে মিল্লাত আবূ হানীফা আন্নু'মান ইবন সাবিত আলকূফী (৮০-১৫০ হি.), আবূ ইউসুফ ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম ইবন হাবীব আল-আনসারী আলকূফী (১১৩-১৮২ হি.) এবং আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আল-হাসান আশ-শাইবানীদের (রহ.) (১৩১-১৮৯ হি.) অনুসৃত নীতি অনুসারে এটি হল, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 'আক্বীদাহ' বা ধর্ম বিশ্বাস। তাঁরা ধর্মের মূলনীতিসমূহের প্রতি যে 'আক্বীদাহ' পোষণ করতেন এবং যে সব নীতি অনুসারে আল্লাহ তা'য়ালার মনোনীত ধর্ম ইসলাম অনুসরণ করতেন এটি (এ পুস্তিকাটি) তারই বিবরণস্বরূপ। দেখুন, শারহু আলআক্বীদাহ আত্তাহাবীয়াহ, ড. সালেহ ইবন ফাওযান আলফাওযান, পৃষ্ঠা ১

৫ যেমন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

" তাঁর অনুরূপ কোন কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা " (সূরা আশ্ শূরা, আয়াত ১১)

১৪. সৃষ্টির কারণে তাঁর গুণবাচক নাম 'খালিক' (সৃষ্টিকর্তা) হয়নি। অথবা বিশ্ব জাহান সৃষ্টির কারণে তাঁর গুণবাচক নাম 'বারী' (উদ্ভাবক) হয়নি।

১৫. যারা প্রতিপালিত তাদের প্রতিপালনের পূর্বেও তিনি ছিলেন 'রব' বা প্রতিপালক, আর মাখলুক সৃষ্টির পূর্বেও তিনি ছিলেন 'খালিক' বা সৃষ্টিকর্তা।

১৬. যেমনিভাবে মৃতকে জীবন দান করার ফলে তাঁকে 'জীবনদানকারী' বলা হয়ে থাকে। তেমনি কোন বস্তুকে জীবন দান করার পূর্বেও তিনি এই নামের (জীবন দানকারী) অধিকারী ছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি সৃজন ছাড়াই সৃষ্টিকর্তার নামের অধিকারী ছিলেন।

১৭. এটি এজন্য যে, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং প্রতিটি সৃষ্টিই তাঁর অনুগ্রহের ভিখারি, সব কিছুই তাঁর জন্য সহজ। তিনি কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন। কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা,সর্বদ্রষ্টা।

১৮. তিনি স্বীয় জ্ঞান দ্বারা সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন এবং সব কিছুরই সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন।

১৯. আর তাদের জন্য মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট করেছেন।

২০. সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্ট জীবের কোন কিছুই তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। জীব জগতের সৃষ্টির পূর্বেই তাদের সৃষ্টির পরবর্তীকালের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন।

২১. তিনি তাদের স্বীয় আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন ও তাঁর অবাধ্য হতে নিষেধ করেছেন।

২২. সবকিছু তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনায় পরিচালিত হয়ে থাকে। একমাত্র তাঁরই ইচ্ছা কার্যকর হয় এবং (আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া) বান্দার কোন ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয় না। অতএব তিনি বান্দাদের জন্য যা চান তাই হয়, আর যা চান না তা হয় না।

২৩. আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে যাকে ইচ্ছা হিদায়েত, আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করেন। পক্ষান্তরে ইনসাফের সাথে তিনি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন, পরিত্যাগ করেন ও পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেন।

২৪. তাঁর ইচ্ছায় সব কিছু পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এটি তাঁর অনুগ্রহ ও সুবিচারের মাধ্যমে।

২৫. তিনি কারও প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সমকক্ষ হওয়ার উর্ধ্বে।

২৬. তাঁর মীমাংসা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার কারো নেই। কেউই তাঁর নির্দেশের ওপর ভিন্ন মত পোষণ করার অধিকার রাখে না এবং তাঁর নির্দেশকে পরাভূত করারও কেউ নেই।

২৭. উপরে উল্লিখিত সব কিছুর প্রতিই আমরা ঈমান এনেছি এবং দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করছি যে, এর প্রতিটি বিষয় আল্লাহর তরফ হতে সমাগত।

২৮. নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নির্বাচিত বান্দা, মনোনীত নাবী এবং প্রিয় রাসূল।

২৯. তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাবীগণের সর্বশেষ, মুত্তাকীদের ইমাম, রাসূলগণের নেতা এবং বিশ্বের মহান প্রতিপালক (আল্লাহর) হাবিব (বন্ধু)।

৩০. তাঁর পরবর্তী যুগে নবুওয়াতের যে সব দাবি উত্থাপিত হয়েছে, তার সবগুলিই ভ্রান্ত ও প্রবৃত্তিপরায়ণতার শিকার।

৩১. তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্য, হিদায়েত এবং নূরসহ [৬] সকল জিন ও সমস্ত মাখলুকের প্রতি প্রেরিত।

৩২. নিশ্চয়ই কুরআন আল্লাহর কালাম। এটি আল্লাহর নিকট হতে কথার মাধ্যমে শুরু হয়েছে, তবে এর পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। এই কালামকে তিনি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অহীর মাধ্যমে নাযিল করেছেন ও বিশ্বাসীগণ তাঁকে এ ব্যাপারে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন এবং তারা দৃঢ় বিশ্বাস করেছেন যে, এটি সত্যিই আল্লাহর কালাম। তা মাখলুকের কালামের ন্যায় সৃষ্ট বস্তু নয়। অতএব, যে ব্যক্তি এ বিষয়টি জেনেও একে মানুষের কালাম বলে ধারণা করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে নিন্দা ও তিরস্কার করেছেন এবং তাকে সাকার নামক জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, سَأُصْلِيهِ سَقَرَ
"আমি তাকে শীঘ্রই সাকার নামক জাহান্নামে প্রবেশ করাবো"। [৭] অতএব যে ব্যক্তি বলবে,

إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ

"এটিতো মানুষের কথা বৈ আর কিছুই নয়" [৮] আল্লাহ তা'য়ালা তাকে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। অতএব, আমরা অবহিত হলাম এবং বিশ্বাস স্থাপন করলাম যে, এটি মহান সৃষ্টিকর্তারই কালাম এবং সৃষ্ট জীবের কালামের সাথে এর কোন তুলনা হয় না।

---

৬ এখানে নূর বলতে কুরআনে কারীমকে বুঝানো হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا
"অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও যে নূর (জ্যোতি) আমি নাযিল করেছি তার প্রতি"। (সূরা আত্ তাগাবুন, আয়াত ৮) রাসূলগণ নূর ছিলেন না। তাঁদের প্রতি যে রিসালাত নাযিল হয়েছিল সে রিসালাত ছিলো নূর। যেমন তাওরাত সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ
"নিশ্চয়ই আমি তাওরাত নাযিল করেছি এর মধ্যে রয়েছে, হিদায়েত ও নূর"। (সূরা মায়িদাহ, আয়াত ৪৩)
৭ সূরা মুদ্দাসসির, আয়াত ২৬
৮ সূরা মুদ্দাসসির, আয়াত ২৫

৩৩. যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মানবীয় কোন গুণ আরোপ করে, সে কাফির। অতএব, যে ব্যক্তি এতে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করবে সে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে। ফলে সে (আল্লাহ সম্পর্কে) কাফিরদের মতো নিরর্থক কথা বলা হতে বিরত থাকবে এবং উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর গুণাবলীতে মানুষের মতো নন।[৯]

৩৪. জান্নাতীদের জন্য আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টি সত্য। তবে এর পদ্ধতি আমাদের অজানা। এ ব্যাপারে আমাদের প্রতিপালকের কিতাব (কুরআন) ঘোষণা করেছে

وُجُوهٌ يَوْمَئِذ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

"সেদিন কিছু সংখ্যক চেহারা হাস্যোউজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে"।[১০] এর (ধরন বা অবস্থার) ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন এবং এ সম্পর্কে যা কিছু সহীহ হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে তা ঐভাবেই অবিকৃত অবস্থায় গৃহীত হবে এবং এতে আমরা আমাদের বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে কোন প্রকার অসঙ্গত ব্যাখ্যার অনুপ্রবেশ ঘটাবো না, অথবা স্বীয় প্রবৃত্তির প্ররোচনায় কোন সংশয় সৃষ্টিকারীর সংশয়কে প্রশ্রয় দেব না। কারণ, ধর্মীয় ব্যাপারে একমাত্র সে ব্যক্তিই পদস্খলন হতে নিরাপদ থাকতে পারে যে আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

৯ আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়া আল জামা'য়ার নীতি হলো, আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই তাঁর নিজের জন্যে যে সমস্ত গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন, অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর যে সমস্ত গুণাবলীর কথা বলেছেন সে সমস্ত গুণাবলীতে কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও উপমা- সাদৃশ্য দেয়া ব্যতীত যে ভাবে তা বর্ণিত হয়েছে হুবহু তা সে ভাবে মেনে নেয়া। যেমন কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাতের কথা বলেছেন, يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ "আল্লাহর হাত ছিলো তাদের হাতের ওপর" (সূরা আল্ ফাতহ, আয়াত ১০) অন্য আয়াতে তাঁর দুই হাতের কথা বলা হয়েছে, যেমন তিনি বলেন, بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ "বরং তাঁর উভয় হস্ত উন্মুক্ত। যে ভাবে তিনি চান সেভাবেই তিনি দান করেন"। এখানে যে আল্লাহ তা'য়ালার হাতের কথা বা হস্তদ্বয়ের কথা বলা হয়েছে আমরা হুবহু তাই বিশ্বাস করবো। কিন্তু মাখলুক বা সৃষ্টির হাতের সাথে এর কোন উপমা সাদৃশ্য দেয়ার চিন্তাও করবো না। আল্লাহ তা'য়ালা এটা নিষেধও করেছেন। তিনি বলেন,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"তাঁর অনুরূপ কোন কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"। (সূরা আশ্ শূরা, আয়াত ১১)

তিনি আরো বলেন, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"অতএব তোমরা আল্লাহর কোন সদৃশ সাব্যস্ত করো না। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন তোমরা জান না"। (সূরা আন নাহাল ৭৪)

১০সূরা আলকিয়ামাহ, আয়াত ২১-২২

ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে (ভুল ধারণাকারীর বিভ্রান্তি হতে) নিরাপদ থাকে এবং যে ব্যক্তি সংশয়যুক্ত ব্যাপারসমূহকে সর্বজ্ঞানের অধিকারী আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়।

৩৫. (কুরআন ও সুন্নাহকে) পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ না করলে এবং এতদুভয়ের সামনে আত্মসমর্পণ না করলে (কোন ব্যক্তির মধ্যে) ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে না।

৩৬. যে ব্যক্তি এমন বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের পেছনে লেগে থাকবে যা তার জ্ঞানের নাগালের বাইরে এবং যার বিবেক-বুদ্ধি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর সামনে) আত্মসমর্পণে সন্তুষ্ট হবে না সে নির্ভেজাল তাওহীদ, খাঁটি জ্ঞান ও বিশুদ্ধ ঈমান হতে বঞ্চিত থাকবে এবং এর ফলে, সে কুফরি ও ঈমান, সত্য ও মিথ্যা, স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির অনিশ্চয়তার বেড়াজালে ঘুরপাক খেতে থাকবে। সে না সত্যবাদী মু'মিন হবে, আর না অস্বীকারকারী মিথ্যাবাদী হবে।

৩৭. যে ব্যক্তি জান্নাতীদের আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে, কিংবা স্বীয় জ্ঞান অনুসারে সেই সাক্ষাতের ভুল ব্যাখ্যা দিবে, সে পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না। কারণ, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, এ সম্পর্কে কোনরূপ ব্যাখ্যা দেয়ার অপচেষ্টা না করা এবং তা অবিকৃতভাবে গ্রহণ করা। এটি হচ্ছে মুসলিমদের অনুসৃত নীতি। যে ব্যক্তি (আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলীসমূহ) অস্বীকার করা থেকে বা এর সাদৃশ্য বর্ণনা হতে নিজকে বিরত রাখবে না তার নিশ্চিত পদস্খলন ঘটবে এবং সে সঠিকভাবে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণায় ব্যর্থ হবে। কারণ, আমাদের মহান প্রতিপালক একক ও নজীরবিহীন হওয়ার গুণে গুণান্বিত। মাখলুকের মধ্যে কেউ তাঁর গুণে ভূষিত নয়।

৩৮. আল্লাহ তা'য়ালা সীমা, পরিধি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উপায় উপকরণের ঊর্ধ্বে। [১১] অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় তিনি দিকসমূহের বেষ্টনি থেকে মুক্ত। [১২]

৩৯. মি'রাজ সত্য, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নৈশকালে ভ্রমণ করান হয়েছিল, তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে ঊর্ধ্বাকাশে উঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে আরো ঊর্ধ্বে নেয়া হয়েছিল। সেখানে আল্লাহ

---

১১ আল্লাহ তা'য়ালার সীফাত এবং গুণাবলী সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল্-জামায়েতের আক্বীদাহ হলো, আল্লাহ তা'য়ালা নিরাকার নন, বরং তিনি এবং তাঁর রাসূল তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে যা বলেছেন কোন রকম পরিবর্তন পরিবর্ধন উপমা সদৃশ দেয়া ব্যতীত হুবহু ঐ ভাবেই আমরা তা মেনে নেব। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে কারীমে তাঁর হাতের কথা বলেছেন, ডান হাতের কথা বলেছেন, দুইহাতের কথা বলেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ বরং তাঁর উভয় হাতই মুক্ত যেভাবে তিনি চান সেভাবেই তিনি দান করেন। সূরা আলমায়িদাহ, আয়াত ৬৪। এখানে ইমাম যে বিষয়টি বুঝাতে চেয়েছেন তা হলো, মুশাব্বিহা সম্প্রদায় মনে করে যে, আল্লাহর শরীর আছে, তাঁর অবয়ব হুবহু মানুষের মতই। এদের অন্যতম একজন হলো, দাউদ আল জাওয়ারেবী। এদের এই ভ্রান্ত আকীদার প্রতিবাদে লেখক বলেছেন,

১২ অর্থাৎ, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, উপর ও নীচ ইত্যাদি দিকসমূহ দ্বারা তিনি বেষ্টিত নন।

স্বীয় ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন এবং তাঁকে যা প্রত্যাদেশ করার ছিল তা করেছেন। তিনি (বাহ্যিক চোখে) যা দেখেছিলেন তাঁর অন্তর তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেনি। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সর্বাবস্থায় রহমত বর্ষণ করুন।

৪০. এবং হাউয-এ কাওসার (যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মানিত করেছেন এবং তাঁর উম্মতের পিপাসা নিবারণার্থে দান করেছেন তা) সত্য।

৪১. হাদীছে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সে অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফাআত, যা তিনি উম্মতের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন তা সত্য।

৪২. আদম (আ.) এবং তাঁর সন্তানদের কাছ থেকে আল্লাহ তা'আলা যে "মীছাক" বা অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তা সত্য। [১৩]

৪৩. অনাদিকাল হতে আল্লাহ তা'য়ালা সার্বিকভাবে জানেন যে, কত লোক জান্নাতে যাবে আর কত লোক জাহান্নামে যাবে। এতে ব্যতিক্রম হবে না। এদের সংখ্যা কমও হবে না, বেশীও হবে না।

৪৪. অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে পূর্ব হতেই অবহিত আছেন এবং যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজ করা তার জন্য সহজ সাধ্য। শেষকর্ম দ্বারাই মানুষের সফলতা ও ব্যর্থতা বিবেচিত হবে এবং ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর ফায়সালায় ভাগ্যবান বলে সাব্যস্ত হয়েছে। আর হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর ফায়সালায় হতভাগ্য বলে নির্ধারিত হয়েছে।

৪৫. 'তাকদীরের' বিষয়টি এই যে, এটি বান্দার ব্যাপারে আল্লাহর একটি রহস্য। এ রহস্য তাঁর নিকটবর্তী কোন ফেরেশতাও জানেন না অথবা তাঁর কোন প্রেরিত নাবীও অবহিত নন। এ সম্পর্কে অতিমাত্রায় ঘাঁটাঘাঁটি করা ও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা (ব্যক্তির জন্যে) লাঞ্ছনার কারণ, বঞ্চনার সোপান এবং ধাপে ধাপে সীমালঙ্ঘন

---

১৩ আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে কারীমে বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা সীমা, পরিধি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উপায় উপকরণের ঊর্ধ্বে। দেখুন, শারহু আলআক্বীদাহ আততাহাবীয়াহ, ইবনু আবীলাইজ, খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৩৫০, বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

"স্মরণ কর যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের (পরবর্তী) সন্তান-সন্ততিদের বের করে এনেছেন এবং তাদের নিজদের ওপর (এই মর্মে) স্বীকারোক্তি আদায় করেছেন যে, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বললো, হ্যাঁ অবশ্যই, আমরা এর ওপর সাক্ষ্য দিলাম। (এর উদ্দেশ্য ছিলো) যেন কিয়ামতের দিন তোমরা একথা বলতে না পারো যে, আমরা তো এ বিষয়ে অবহিত ছিলাম না। (সূরা আল আ'রাফ, আয়াত ১৭২)

ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব সাবধান! এ সম্পর্কে অযথা চিন্তা-ভাবনা এবং কুমন্ত্রণা হতে খুবই সতর্ক থাকুন। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা 'তাকদীর' সম্পর্কিত জ্ঞান সৃষ্ট বস্তু হতে গোপন রেখেছেন এবং এর উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করতে নিষেধ করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

"তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে না, বরং তারা (তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে) জিজ্ঞাসিত হবে"। [১৪] অতএব, যে ব্যক্তি একথা জিজ্ঞেস করবে যে, তিনি কেন এ কাজ করলেন? সে আল্লাহর কিতাবের হুকুম অমান্য করল। আর যে ব্যক্তি কিতাবের হুকুম অমান্য করল, সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

৪৬. এ পর্যন্ত যা আলোচিত হয়েছে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের মধ্যে যার হৃদয় (ইসলামী শরীয়ার) আলোয় উদ্ভাসিত সেই এসব বিষয়ের জ্ঞান তারই প্রয়োজন এবং এরই মাধ্যমে যারা (কুরআন, সুন্নাহর) গভীর জ্ঞানের অধিকারী তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। (এ প্রসঙ্গে) উল্লেখ্য যে, জ্ঞান দু'প্রকার। এক. (শরীয়তের) যে জ্ঞান মানুষের নিকট বিদ্যমান। দুই. (তাকদীর সম্পর্কিত) যে জ্ঞান মানুষের নিকট অবিদ্যমান। (শরীয়তের) যে সমস্ত জ্ঞান তাদের নিকট বিদ্যমান তা অস্বীকার করা যেমন কুফরি, আবার (তাকদীর সম্পর্কিত) যে জ্ঞানের অধিকারী তারা নয়, সে জ্ঞানের দাবি করাও তেমনি কুফরি। শরীয়তের বিদ্যমান জ্ঞানের সাধনা করা, আর (তাকদীরের) অবিদ্যমান জ্ঞানের অন্বেষণ করা হতে বিরত থাকাই সুদৃঢ় ঈমানের পরিচয়।

৪৭. আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, লাওহে মাহফুয এবং তাতে যা কিছু লিখিত রয়েছে তা হবেই। পক্ষান্তরে তাতে যে বিষয় তিনি লিখেননি, সমস্ত সৃষ্ট জীব একত্রিত হয়েও তা ঘটাতে পারবে না। যা প্রলয় দিবস পর্যন্ত ঘটবে তা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে এবং তা লিখে কলমের কালি শুকিয়ে গেছে। কলমের লেখার ফলে বান্দা যে ভুল-ভ্রান্তি করেছে এর অর্থ এই নয় যে, এমনটি না হলে সে সঠিকভাবেই কাজটিই করত। আর যে কাজটি বান্দাকে দিয়ে সঠিকভাবেই করানো লিখা হয়েছে এর অর্থ এই নয় যে, এমনটি না হলে সে কাজটিতে ভুল-ভ্রান্তি করত।

৪৮. বান্দার এ কথা জেনে রাখা উচিত যে, তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত যাবতীয় ঘটনাবলী সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা পূর্ব হতে অবহিত রয়েছেন। সে অনুযায়ী তিনি তা যথার্থভাবে নির্ধারণ করেছেন। আসমান ও যমীনের কোন মাখলুক তা কমাতেও পারবে না, ভিন্নমতও পোষণ করতে পারবে না এবং তা কেউ অপসারণও করতে পারেবে না অথবা পরিবর্তন, পরিবর্ধনও করতে পারবে না। আর এটিই

---

১৪ সূরা আলআম্বিয়া, আয়াত ২৩

হচ্ছে ঈমানের দৃঢ়তা, ও জ্ঞানের মূলনীতি এবং আল্লাহ তা'য়ালার একত্ববাদ ও রবুবিয়াত সম্পর্কে স্বীকৃতি প্রদানের সঠিক রূপ। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন,

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا.

"তিনি সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং এর জন্যে আলাদা আলাদা পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন"।[১৫] আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেছেন, وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

"আল্লাহর বিধান তো নির্ধারিত হয়ে আছে"।[১৬] অতএব ঐ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস অনিবার্য তাকদীরের ব্যাপারে যার অন্তর রোগাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে যে গায়েব বা অদৃশ্যের গোপন রহস্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করছে এবং এ সম্পর্কে সে যা মন্তব্য করেছে তার ফলে সে জঘন্য মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীরূপে পরিগণিত হবে।

৪৯. আরশ এবং কুরসি সত্য।

৫০. আল্লাহ তা'য়ালা আরশ ও অন্যান্য বস্তু হতে অমুখাপেক্ষী।

৫১. তিনি সমস্ত বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি সব কিছুরই উর্ধ্বে। তাঁকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে সৃষ্টিজগতকে তিনি অক্ষম করেছেন।

৫২. আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে খলিল বা অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং মূসা আলাইহিস সালাম এর সঙ্গে কথোপকথন করেছেন। এর প্রতি আমরা বিশ্বাস রাখি, এর সত্যতা আমরা স্বীকার করি এবং এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করি।

৫৩. আল্লাহর ফেরেশতাগণ এবং নাবীগণের প্রতি আমরা ঈমান রাখি, রাসূলগণের প্রতি প্রেরিত কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করি এবং সাক্ষ্য প্রদান করি যে, তাঁরা স্পষ্ট সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

৫৪. আমাদের ক্বিবলাকে (বায়তুল্লাহকে) যারা ক্বিবলা বলে স্বীকার করে আমরা তাদেরকে মুসলিম ও মু'মিন বলে আখ্যায়িত করি যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নাবী কর্তৃক প্রবর্তিত শরীয়তকে স্বীকার করে এবং তিনি যা কিছু বলেছেন তাকে সত্য বলে গ্রহণ করে।

৫৫. আমরা আল্লাহর সত্তা (জাত) সম্পর্কে অযথা আলোচনায় লিপ্ত হই না এবং তাঁর দ্বীন সম্পর্কে অযথা বিতর্কে জড়িয়ে পড়ি না।

৫৬. কুরআন সম্পর্কে আমরা কোন তর্কে লিপ্ত হই না এবং সাক্ষ্য প্রদান করি যে, কুরআন বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর কালাম। এটি জিবরীল আমীনের মাধ্যমে নাযিল হয়েছে। অতঃপর তা নাবীকুল শিরোমণি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

---

১৫ সূরা আলফুরকান, আয়াত ২

১৬ সূরা আলআহযাব, আয়াত ৩৮

আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এটি আল্লাহ তা'য়ালার কালাম, কোন সৃষ্টির কালাম এর সমতুল্য নয়। আর আমরা একে মাখলুক বা সৃষ্ট বস্তু বলি না এবং আমরা মুসলিম মিল্লাতের বিরুদ্ধাচরণ করি না।

৫৭. পাপের কারণে কোন আহলে ক্বিবলাকে (মুসলিমকে) আমরা কাফির বলে অভিহিত করি না যতক্ষণ না সে উক্ত গুনাহকে হালাল (জায়েয) মনে করে। আবার এটিও আমরা বলি না যে, কোন ব্যক্তি গুনাহের কাজ করলে এ কারণে তার ঈমানে কোন ত্রুটি বা কমতি হবে না।

৫৮. আমরা আশা করি যে, সৎকর্মশীল মু'মিনগণকে আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করবেন এবং স্বীয় অনুগ্রহে তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। কিন্তু তারা (জাহান্নামের শাস্তি থেকে রেহাই পাবেন সে ব্যাপারেও) আমরা নিশ্চিত নই। তারা নিশ্চিত জান্নাতে প্রবেশ করবেন এ সাক্ষ্যও আমরা প্রদান করি না। বরং তাদের গুনাহসমূহের জন্য আল্লাহর নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং কোন কারণে তারা শাস্তির সম্মুখীন হন কি না সে আশঙ্কাও বোধ করব; কিন্তু আমরা নিরাশ হব না।

৫৯. (আল্লাহর প্রতি ঈমান না এনে, কোন আমল না করে কেউ যদি নিজকে) নিরাপদ মনেকরে বা নিশ্চিন্তায় থাকে (যে, আল্লাহ রাহমানুর রাহীম মৃত্যুর পর তিনি আমাকে জান্নাত দান করবেনই) [১৭] আবার কে যদি আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হয়ে ঈমান আমলের পথ ছেড়ে দেয়) তাহলে এই ধরনের আশা ও হতাশা একজন মুসলিমকে ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। বরং ক্বিবলার অনুসারী একজন মুসলিমের জন্য সঠিক পথ হলো (নিশ্চন্তা ও হতাশ না হয়ে) মধ্যেবর্তী পথ অবলম্বন করা (আর তা হলো আশা এবং ভয় করে আল্লাহর পথে চলা)।

৬০. যে সব বিষয় একজন ব্যক্তিকে ঈমানের গণ্ডিতে নিয়ে এসেছে সে সব বিষয় অস্বীকার না করা পর্যন্ত কোন বান্দাই ঈমানের বৃত্ত হতে বের হয়ে যাবে না।

৬১. ঈমান হলো ঃ মুখে স্বীকৃতি আর অন্তরে বিশ্বাসের নাম।[১৮] শরীয়ত এবং এর ব্যাখ্যা-যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সঠিকভাবে প্রাপ্ত, তার সবগুলো সত্য।

---

১৭ এমনটি না করে বরং আমল করে আল্লাহর রহমতের আশা করা উচিৎ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তারাই আল্লাহর রহমতের আশা করতে পারে। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু"। (সূরা বাকারাহ, আয়াত ২১৮)

১৮ ঈমান ও আমলের সম্পর্ক বীজ ও বৃক্ষের ন্যায়। বৃক্ষ যেমন বীজের পরিচয় বহন করে, তেমনি আমল ঈমানের পরিচয় বহন করে। আক্বীদাহ ও আমল একটিকে অপরটি থেকে বাদ দিয়ে ঈমানের কল্পনাই করা যায় না। এজন্যে মুহাদ্দিসগণ এবং আমাদের ইমামগণ বলেছেন, তিনটি বস্তুর সমন্বয়ের নাম হলো ঈমান। এক. অন্তরে বিশ্বাস, দুই. মুখের স্বীকৃতি এবং (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা) ইসলামের হুকুম আহকামের বাস্তবায়ন।

৬২. (অর্থের দিক থেকে) ঈমান অভিন্ন একটি বিষয়। মুমিন ব্যক্তিরা প্রকৃত অর্থে সবাই সমান, তবে তাদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য হয়ে থাকে আল্লাহর ভয়, তাক্বওয়া, কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ এবং উত্তম বস্তুকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে।

৬৩. সকল মু'মিন দয়াময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অলী এবং তাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তাঁর অধিক অনুগত এবং কুরআনের অনুসারী।

৬৪. ঈমান হচ্ছে ঃ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব (আল-কুরআন), তাঁর রাসূল, কেয়ামত দিবস, তাকদীরের ভাল মন্দ (মিষ্টি ও তিক্ত সবই আল্লাহর তরফ থেকে) এই সবের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা।

৬৫. উল্লিখিত বিষয় গুলোর প্রতি আমরা দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করি এবং রাসূলদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তাঁরা যেসকল বিধি-বিধান নিয়ে এসেছিলেন তা সবই সত্য বলে স্বীকার করি।

৬৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের মধ্যে যারা কবীরা গুনাহ করবে তারা জাহান্নামে যাবে বটে কিন্তু; সেখানে তারা চিরস্থায়ী থাকবে না, যদি তারা একত্ববাদী হয়ে মৃত্যুবরণ করে এবং মুমিন হিসেবে আল্লাহর সাথে মিলিত হয়। এমন কি যদি (ঐ সমস্ত পাপ থেকে) তারা তাওবা নাও করে। বরং তাদের বিষয়টি তখন আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর ফায়সালার ওপর নির্ভর করবে। যদি তিনি চান তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং নিজ গুণে তাদের ত্রুটিসমূহ মার্জনা করবেন। যেমন, আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ "(শিরক ব্যতীত) অন্যান্য সব পাপ তিনি যাকে ইচ্ছ ক্ষমা করেন"।[১৯] আর যদি তিনি চান যে, তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করাবেন তখন এটি হবে তাঁর ন্যায় বিচার। এরপর নিজ অনুগ্রহে এবং তাঁর অনুমতিপ্রাপ্ত সুপারিশকারীদের সুপারিশের মাধ্যমে তিনি তাদেরকে সেখান থেকে বের করে তাঁর জান্নাতে পাঠাবেন। এর কারণ হলো, আল্লাহ তা'য়ালা হলেন ঐ সমস্ত লোকদের বন্ধু যারা তাঁকে জেনেছেন, বুঝেছেন। তাই তিনি তাদেরকে উভয় জগতে ঐ সমস্ত লোকদের ন্যায় করেননি, যারা তাঁকে জানেনি, বুঝেনি এবং যারা তাঁর হিদায়েত থেকে বঞ্চিত হয়েছে ও তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে পারেনি। হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলিমদের অভিভাবক! আপনি আমাদেরকে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আপনার সাথে মিলিত হই।

৬৭. কেবলার অনুসারী প্রত্যেক নেককার ও পাপী মুসলিমের পেছনে সালাত আদায় করা এবং প্রত্যেক মৃত মুসলিমের জন্য জানাযার নামায আদায় করা জায়েয বলে আমরা মনে করি।[২০]

---

১৯ সূরা আননিসা, আয়াত ৪৮ ও ১১৬

২০ কিন্তু জানাযার পরিবর্তে কয়েক মিনিট নীরবতা পালন করা, কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা

৬৮. আমরা কাউকে জান্নাতী ও জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করব না এবং আমরা কাউকে কাফির, মুশরিক অথবা মুনাফিক বলে সাক্ষ্য প্রদান করব না, যতক্ষণ না এগুলির কোন একটি তাদের মধ্যে প্রকাশ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। [২১] তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার আমরা আল্লাহর কাছে ছেড়ে দেব।

ইত্যাদি অন্য ধর্মের কৃষ্টি কালচার। যারা এমনটি করবে তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ "যে অন্য জাতির (কৃষ্টি কালচার) সদৃশ কাজ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে"। (আবু দাউদ, খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ৭৮, বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী)

২১ যেমন কেউ যদি দ্বীন বা ইসলামের কোন বিষয়কে বিদ্রূপ করে। কিংবা বলে যে, ইসলাম প্রতিক্রিয়াশীল, যেনার শাস্তি মধ্যযোগীয় বর্বরতা। ধর্ম প্রগতির পথে বাধা, ইত্যাদি। এ ধরনের কথা বলার কারণে কুরআন সুন্নাহর আলোকে এবং মুসলিম উম্মার সর্বসম্মতিক্রমে এই ব্যক্তি কাফির বলে বিবেচিত হবে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

"বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্র সাথে তাঁর আয়াতসমূহের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলে? ছল-ছুতা দেখিও না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফুরি করেছ"। (সূরা আত-তাওবাহ্ ঃ ৬৫-৬৬) আবার কেউ যদি মাযার বা কবর পূজা করে, প্রতিমা পূজা করে, অথবা পূজার অনুষ্ঠানে যোগদিয়ে বলে যে, এটাই হলো আমাদের কৃষ্টি, কালচার, সংস্কৃতি অথবা বলে যে, মা দূর্গা দেবী গজে চড়ে মর্তে আশার ফলে এবার দেশে ভালো ফসল হয়েছে, তা হলে মুসলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে এই ব্যক্তি মুশরিক বা আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপনকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"এবং কে তোমাদের আসমান ও যমীন থেকে রিযিক সরবরাহ করেন? (এ ব্যাপারে) আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদ আছে কী? বলুন, যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও তা হলে (এর সপক্ষে) প্রমাণ নিয়ে এসো"। (সূরা নামল, আয়াত ৬৪)। আর মুনাফিক হলো, যে মুখে ইসলামের দাবী করে কিন্তু অন্তরে কুফরি লালন করে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.

"আর তারা যখন মুমিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে নিভৃতে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি। আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশাকারী মাত্র"। (সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত ১৪)

এ প্রকারের নিফাকী আবার ছয় ভাগে বিভক্ত ঃ

এক: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা।
দুই: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত শরীয়তের কোন অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।
তিন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।
চার: তাঁর আনীত শরীয়তের কিয়দংশের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।
পাঁচ: তাঁর আনীত দ্বীনের পতনে খুশী হওয়া।
ছয়: তাঁর আনীত দ্বীনের বিজয়ে অখুশী হওয়া এবং কষ্ট অনুভব করা।

৬৯. (অনাহূত রক্তপাতের উদ্দেশ্যে) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের কারো বিরুদ্ধে আমরা তলোয়ার বা অস্ত্র ধারণ করবো না।[২২] তবে (ইসলামের দৃষ্টিতে যার রক্তপাত করা) বা যার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা ওয়াজিব সে ব্যতীত।

৭০. আমীর ও শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে আমরা জায়েয মনে করি না[২৩] যদিও তারা অত্যাচার করে। আমরা তাদের অভিশাপ দিব না এবং আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নিব না। আল্লাহর আনুগত্যের কারণে তাদের আনুগত্য করা ফরয বলে আমরা মনে করি, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর অবাধ্যতার বা সীমা লঙ্ঘনের আদেশ দেয়।[২৪] আমরা তাদের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য দু'আ করব।

৭১. আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসরণ করব। আমরা জামা'আত হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং জামা'আতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হতে বিরত থাকব।

৭২. আমরা ন্যায়পরায়ণ ও আমানতদার ব্যক্তিদেরকে ভালবাসব এবং অন্যায়কারী ও আমানতের খেয়ানতকারীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করব।

৭৩. যে সব বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অস্পষ্ট সে সব বিষয়ে আমরা বলব, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই অধিক জানেন।

৭৪. সফরে ও নিয়মিত অবস্থানের জায়গায় হাদীছের নিয়মানুসারে আমরা মোজার উপরে মাসেহ করা জায়েয মনে করি।[২৫]

---

২২ আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ : مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِيقَ دَمَهُ

মানুষের মধ্যে তিন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত : (বাইতুল্লার নিষিদ্ধ) হারাম এলাকায় ইচ্ছাপূর্বক আল্লাহদ্রোহী কাজে লিপ্ত ব্যক্তি, ইসলামের ভেতর জাহেলী আদর্শের অনুঘটক এবং অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তির জীবন নাশের উদ্দেশ্যে তার রক্তের প্রতি লিপ্সু ব্যক্তি। (সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৬৮৮২, অধ্যায় : যে অন্যায়ভাবে রক্তপাত করতে চায়)

২৩ যদি তারা কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করে; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাদের চরিত্রে ত্রুটি থাকে। আবার অমুসলিম রাষ্ট্র হলে একজন মুসলিম সেখানে ঐ দেশের আইন অনুসরণ করেই চলবে।

২৪ যদি তারা কুরআন সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রণয়ন করে। আল্লাহর অবাধ্য কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘনের আদেশ দেয় তখন তাদের ওপর থেকে আনুগত্যের গুটিয়ে নিতে হবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী সেখানে জীবন-যাপন করতে হবে।

২৫ মোজার ওপর মাসেহ করার বিষয়ে অনেকগুলো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সমস্ত সাহাবা (রাঃ) এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন, ইমাম আবূ হানীফা সহ প্রায় সকল ইমামও এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। মোজার ওপর মাসেহ করার শর্ত হলো, পবিত্র অবস্থায় বা অযু অবস্থায় মোজা পরতে হবে। মুসাফির ব্যক্তি তিন দিন তিন রাত এবং মুকিম বা (স্থায়ীভাবে অবস্থানকারী ব্যক্তি) একদিন একরাত মোজার ওপর মাসেহ করতে পারবেন। আউফ ইবন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ.

৭৫. মুসলিম শাসক ভাল হউক কিংবা মন্দ হউক-তার অনুগামী হয়ে জিহাদ করা এবং হজ্জ করা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থকবে। এ দু'টি জিনিসকে কেউ বাতিল বা ব্যাহত করতে পারবে না।

৭৬. আমরা কিরামান-কাতিবীন ফেরেশতাদের [২৬] প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে আমাদের পর্যবেক্ষক নির্বাচিত করেছেন।

৭৭. আমরা মালাকুল মাউতের (মৃত্যুর ফেরেশতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি। তাকে বিশ্বের রূহসমূহ কবয করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

৭৮. কবরে যে ব্যক্তি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য তার কবর আযাবের প্রতি আমরা বিশ্বাস রাখি এবং এও বিশ্বাস করি যে, কবরে মুনকার ও নাকীর (দুই ফেরেশতা) মৃত ব্যক্তিকে তার রব, দ্বীন ও নাবী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামদের নিকট হতে বহু হাদীছ ও উক্তি বর্ণিত হয়েছে।

৭৯. (নেককার লোকদের জন্যে) কবর জান্নাতের বাগিচাসমূহের অন্যতম একটি বাগিচা হবে। অথবা (পাপীদের জন্যে) তা আগুনের গর্তসমূহের অন্যতম একটি গর্তে পরিণত হবে।

৮০. আমরা পুনরুত্থান, কেয়ামত দিবস, আমলের প্রতিফল, হিসাব নিকাশ আমলনামা পাঠ, সওয়াব (প্রতিদান) শাস্তি, পুলসিরাত এবং মীযান এসবই সত্য বলে বিশ্বাস করি।

৮১. জান্নাত ও জাহান্নাম পূর্ব হতে সৃষ্ট হয়ে আছে। এ দু'টি কোন দিন লয় হবে না এবং ক্ষয় ও হবে না। আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও জাহান্নামকে অন্যান্য সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং উভয়ের জন্য বাসিন্দা সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং যাকে ইচ্ছা জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। এটি হবে তার ন্যায় বিচার। আর প্রত্যেকে ব্যক্তি সেই কাজই করবে যা তার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেখানেই সে যাবে।

৮২. ভাল ও মন্দ উভয়ই বান্দার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার ওপর মাসেহ কারার জন্যে আদেশ করেছেন যে, মুসাফির ব্যক্তি তিন দিন তিন রাত এবং মুকিম (স্থায়ীভাবে বসবাসকারী) একদিন একরাত মাসেহ করবে"। দেখুন, সুনানুল বাইহাকী, খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ২৭৫, হায়দারাবাদঃ মাজলিসু দায়িরাতিল মায়ারিফ। এছাড়া দেখুন, সহীহ বুখারী, মোজার ওপর মাসেহ অধ্যায়, হাদীস নং ২০২, ২০৩, ২০৪।

২৬ কিরামান কাতিবীন অর্থাৎ সম্মানিত লেখকগণ। অনেকে মনে করে যে, কিরামান কাতিবীন দু'জন ফেরেশতার নাম, আসলে তা নয়। বরং তাঁরা আমাদের আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করেন ও তা সংরক্ষণ করেন।

৮৩. যে কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য শক্তি-সামর্থ্য থাকা অপরিহার্য। তা দু'ধরনের প্রথম সামর্থ্যের অর্থ হলো তাওফীক বা যোগ্যতা প্রদান করা এটি আল্লাহর কাজ এবং এটি তাঁরই গুণ। এ গুণ মাখলুকের জন্যে প্রযোজ্য নয়।

দ্বিতীয় প্রকার "সামর্থ্য" যা মাখলুকের সাথে সম্পৃক্ত তা কর্মসম্পাদনের পূর্বে প্রয়োজন হয়। যেমন সুস্থতা, সচ্ছলতা, দক্ষতা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নিরাপত্তা ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا

"তিনি কাউকে তার ক্ষমতার উর্ধ্বে দায়িত্ব দেন না"।[২৭]

৮৪. বান্দার যাবতীয় কর্ম আল্লাহর সৃষ্টি কিন্তু তা বান্দার উপার্জন।

৮৫. আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর তাদের সামর্থ্যের অধিক দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন না। বরং তারা যতটুকু দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা রাখে ততটুকু বোঝাই অর্পণ করেন। এটাই হলো নিম্নবর্তী কথার ব্যাখ্যা,

لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

"আল্লাহর শক্তি ও সামর্থ্য ছাড়া (কোন সৎ কর্ম করা বা খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার) শক্তি ও সামর্থ্য আর কারও নেই"। তাই আমরা বলবো যে, আল্লাহর অবাধ্য হওয়া থেকে বিরত থাকার জন্যে তাঁর সাহায্য ছাড়া কারো কোন কৌশল, কোন চেষ্টা প্রচেষ্টা কাজে আসবে না।[২৮] অনুরূপভাবে, আল্লাহ তা'য়ালার

---

২৭ সূরা আলবাকারাহ, আয়াত ২৮৬

২৮ এর অর্থ এই নয় যে, তা হলে তো তাকদীরের দোহাই দিয়ে পাপ *কাজ করার সুযোগ আছে ।* *আহলুস* সুন্নাহ *ওয়াল জামা'য়ার সম্মানিত ইমামগণ কুরআন সুন্নাহর সকল দলিল* প্রমাণকে সামনে রেখে মনে করেন যে, নিঃসন্দেহে *হিদায়েতের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা* । তিনিই সকল কিছুর স্রষ্টা এবং সবকিছু তাঁর ইচ্ছায় হয়ে থাকে । কিন্তু একথাও ভুলে গেলে চলবে না যে, মানুষ এবং পশুর মধ্যে পার্থক্য হলো, মানুষকে আল্লাহ বিবেক এবং জ্ঞান দিয়েছেন। সত্য এবং অসত্য, ভালো এবং মন্দ উভয় পথ স্পষ্টরূপে তাদের সামনে বর্ণনা করেছেন। আবার প্রত্যেক মানুষকে নিজস্ব এক*টি* ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন । যেমন আল্লাহ তা'*য়ালা* বলেন, مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ

"আর তোমাদের কেউ চায় দুনিয়া আর কেউ চায় আখেরাত"। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫২)

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

"এবং বলুন, সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত । অতএব যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা সে *কুফরি করুক" । (সূরা* আলকাহাফ, আয়াত ২৯)

উল্লিখিত আয়াত দু টিতে মানুষেরও যে এক*টি* নিজস্ব ইচ্ছা, এখতিয়ার আছে এর প্রমা*ণ* রয়েছে ।

আবার মানুষের ইচ্ছা, এখতিয়ার সব সময়েই আল্লাহর ইচ্ছা, এখতিয়ারের অধীন । এ *প্রসঙ্গে আল্লাহ*

তাওফীক ছাড়া তাঁর আনুগত্য করার এবং এর ওপরে দৃঢ় থাকার সাধ্যও কারো নেই।[২৯]

৮৬. পৃথিবীতে যা কিছু সংঘটিত হয়, তা আল্লাহর ইচ্ছা, তাঁর জ্ঞান, তাঁর ফায়সালা এবং তাঁর বিধান অনুসারেই হয়ে থাকে। তাঁর ইচ্ছা সমস্ত ইচ্ছার উপরে। তাঁর ফয়সালা সমস্ত কৌশলের উর্ধ্বে। যা ইচ্ছা তিনি তাই করেন। তিনি কখনও অত্যাচার করেন না। তিনি সর্ব প্রকার কলুষ ও কালিমা হতে পবিত্র এবং সব রকমের দোষ-ত্রুটি হতে বিমুক্ত। তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না। পক্ষান্তরে অন্য সবাই স্বীয় কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। তিনি বলেন,

لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

"তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে না, বরং তারা (তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে) জিজ্ঞাসিত হবে"। [৩০]

৮৭. জীবিত ব্যক্তিদের দু'আ এবং দান খয়রাত দ্বারা মৃত ব্যক্তিরা উপকৃত হয়ে থাকে।

৮৮. আল্লাহ তা'য়ালা দু'আ কবুল করেন এবং বান্দাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন।

তা'য়ালা বলেন, وَمَا تَشَاؤُونَ إِلا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"তোমরা কোন ইচ্ছা করো না, তবে শুধুমাত্র যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (*সূরা আদদাহর*, আয়াত ৩০)

মানুষের উচিৎ হল, তাদেরকে আল্লাহ যে ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন সে ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সত্য পথে চলতে *চেষ্টা করা। আর যদি তা না করে* তারা বক্রতাকে অবলম্বন করতে চায় তা হলে আল্লাহ বক্রতাকেই তাদের জন্য সহজ করে দিবেন। তিনি বলেন,

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

"আর যখন তারা বক্রতাকে অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের *অন্তরকে বক্র করে দিলেন"। (সূরা আছছফ*, আয়াত ৫)

অপরদিকে *হিদায়েত* প্রাপ্তির জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনুগত্য সম্পর্কে আল্লাহ তা*'য়ালা* বলেন ,

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا

"বলুন, আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর*। আর যদি তারা* মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী এবং *যদি তোমরা তাঁর আনুগত্য কর* তবে তো*মরা সৎপথ পাবে"। (সূরা আননূর*, আয়াত ৫৪) (সম্পাদক)

২৯ যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সকল যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে তাঁর চাচা আবূ তালেব কে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু আবূ তালেব সে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ, আল্লাহ তাকে সে দাওয়াত কবুল করার তাওফীক বা যোগ্যতা দান করেননি। (সম্পাদক)
৩০ সূরা আলআম্বিয়া, আয়াত ২৩

৮৯. আল্লাহ তা'য়ালা সব কিছুরই মালিক এবং তাঁর মালিক কেউ নয়। মুহূর্তের জন্যও কারো পক্ষে আল্লাহর অমুখাপেক্ষী হওয়া সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি মুহূর্তের জন্য আল্লাহর অমুখাপেক্ষী হতে চাবে, সে কাফির হয়ে যাবে এবং লাঞ্ছিত হবে।

৯০. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ক্রুদ্ধ এবং রুষ্ট হন, তবে তা মাখলুকের ন্যায় নয়।

৯১. আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদেরকে ভালবাসি, তবে তাদের ভালবাসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করি না এবং তাদের কাউকে তিরস্কার করি না। তাদের সাথে যারা বিদ্বেষ পোষণ করে অথবা যারা তাদেরকে অসম্মানজনকভাবে স্মরণ করে আমরা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। আমরা তাদেরকে শুধু কল্যাণের সাথেই স্মরণ করি। তাদের সঙ্গে মহব্বত রাখা দ্বীন ও ঈমান এবং এহসানের অংশ। আর তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, কুফরি, মুনাফিকী এবং সীমা লঙ্ঘন করার পর্যায়ভুক্ত।

৯২. আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর খলীফা হিসেবে সর্বপ্রথম আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহুকে স্বীকৃতি দেই। মর্যাদা ও সম্মান এবং গোটা উম্মতের ওপর তাঁর প্রাধান্যের কারণে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে ওমর ইবন খাত্তাব (রাদিআল্লাহু আনহুকে) এরপর উসমান (রাদিআল্লাহু আনহুকে) অতঃপর আলী ইবন আবী ত্বালিব (রাদিআল্লাহু আনহুকে) খলীফা বলে স্বীকার করি। তাঁরাই ছিলেন সুপথগামী খলীফা ও হিদায়েতপ্রাপ্ত নেতা।

৯৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দশজন সাহাবার নাম উল্লেখ করে তাদের সম্পর্কে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন, আমরা তাদের জান্নাতে প্রবেশের সাক্ষ্য প্রদান করি। কারণ, এ সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুসংবাদ দান করেছেন এবং তাঁর উক্তি সত্য। তাঁরা হলেন ঃ (১) আবু বকর (রাঃ) (২) ওমর (রাঃ) (৩) উসমান (রাঃ) (৪) আলী (রাঃ) (৫) তালহা (রাঃ) (৬) যুবাইর (রাঃ) (৭) সা'দ (রাঃ) (৮) সা'ঈদ (রাঃ) (৯) আবদুর রাহমান ইবন আউফ (রাঃ) এবং (১০) আমীনুল উম্মাহ (জাতির বিশ্বাসভাজন) আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ)

৯৪. যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবা ও তাঁর পূতঃপবিত্র সহধর্মিণী ও বংশধরগণ সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করে সে মুনাফিকী হতে নিষ্কৃতি পায়।

৯৫. সালাফে ছালেহীন (পূর্ববর্তী নেককার বান্দাগণ) ও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসারী সৎ

কর্মশীল ব্যক্তিগণ এবং ফক্বীহ ও চিন্তাবিদগণকে আমরা যথাযথ সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করি, আর যারা এদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে তারা সঠিক পথের পথিক নয়।

৯৬. আমরা কোন অলীকে কোন নবীর উপরে প্রাধান্য দেই না বরং আমরা বলি, যে কোন একজন রাসূল সমস্ত আওলীয়াকুল হতে শ্রেষ্ঠ।

৯৭. আওলীয়াদের কারামত সম্পর্কে যে খবরাখবর আমাদের নিকট পৌঁছেছে এবং যা বিশ্বস্ত বর্ণনার মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি।

৯৮. আমরা কেয়ামাতের নিম্নলিখিত নিদর্শনাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি: দাজ্জালের আবির্ভাব, আসমান হতে ঈসা (আ.) এর অবতরণ, পশ্চিম গগনে সূর্যোদয় এবং দাব্বাতুল আরদ নামক প্রাণীর স্বীয় স্থান হতে আবির্ভাব।

৯৯. আমরা কোন ভবিষ্যৎ বক্তা অথবা কোন জ্যোতিষীকে সত্য বলে মনে করি না এবং ঐ ব্যক্তিকেও সত্য বলে মনে করি না, যে আল্লাহর কিতাব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ ও উম্মতের এজমার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখে।

১০০. আমরা (মুসলিম জাতির) ঐক্যকে সত্য ও সঠিক বলে মনে করি এবং তা হতে বিচ্ছিন্নতাকে বক্রতা ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে মনে করি।

১০১. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহর দ্বীন এক এবং অভিন্ন। তা হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হচ্ছে ইসলাম"।[৩১]

অন্যত্র তিনি আরো বলেছেন,

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"এবং আমি ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম"।[৩২]

১০২. ইসলাম একটি মধ্যপন্থী দ্বীন। এতে অতিরঞ্জনমূলক বাড়াবাড়ি ও কর্তব্যকর্মে

---

৩১ সূরা আলেইমরান, আয়াত ১৯

৩২ সূরা আলমায়িদাহ, আয়াত ৩

অবহেলা, তাশবীহ [৩৩] ও তা'তীল [৩৪] জবর [৩৫] ও ক্বাদারিয়াহ মতবাদের [৩৬] কোন স্থান নেই। এটি হলো (আল্লাহ শাস্তির কোন পরোয়া না করে) নিশ্চিন্তায় থাকা (বা তাঁর রহমতের আশা বাদ দিয়ে) নিরাশা বা হতাশার মধ্যবর্তী একটি পথ।[৩৭]

১০৩. এই হচ্ছে আমাদের দ্বীন এবং আমাদের আক্বীদাহ বা মৌলিক ধর্মবিশ্বাস। যা প্রকাশ্যে এবং অন্তরে আমরা ধারণ করি। যারা উল্লিখিত বিষয় বস্তুর বিরোধিতা করে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

সর্বশেষ আল্লাহর দরবারে আমাদের আরজ, তিনি যেন আমাদেরকে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক প্রদান করেন এবং আমাদের জীবনাবসান ঈমানের সাথে করেন এবং আমাদেরকে রক্ষা করেন বিভিন্ন প্রবৃত্তি পরায়ণতা ও মতামতসমূহ হতে এবং মুশাববিহা,[৩৮] মু'তাযিলা,[৩৯] জাহমিয়া, [৪০] জাবারিয়া, [৪১] ক্বাদারিয়া [৪২] প্রভৃতি বাতিল

---

৩৩ আল্লাহ তা'য়ালার কোন গুণাবলীকে সৃষ্টির গুণাবলীর সাথে সাদৃশ্য বা সমতুল্য মনে করা

৩৪ আল্লাহ তা'য়ালার কোন গুণাবলীকে অস্বীকার করা

৩৫জাবারিয়া সম্প্রদায়ের মতবাদ হলো, আল্লাহর ইচ্ছায় বান্দা অপরাধ কর্ম সম্পাদন করে থাকে এতে ইচ্ছা অনিচ্ছার কিছু নেই। (দেখুন, মু'য়জামু আলফাযুল আকীদাহ, আমের আবদুল্লাহ ফালেহ, পৃষ্ঠা ১২৫, রিয়াদঃ মাকতাবাতুল ওবায়কান

৩৬ ক্বাদারিয়াহ সম্প্রদায়ের মতবাদ হলো, বান্দার কর্ম সে নিজ ইচ্ছায় সম্পাদন করে থাকে এতে আল্লাহর ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন সম্পর্ক নেই। প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৩৩০,

৩৭ আর তা হলো মুমিন ব্যক্তি আল্লাহকে ভয়করে তিনি যা আদেশ করেছেন তা পালন করবে এবং যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার করে চলবে এবং জান্নাত লাভের জন্যে মনে তাঁর রহমতের আশা পোষণ করবে

৩৮ 'মুসাব্বিহা' মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি ভ্রান্ত দলের নাম । তাদের আক্বীদাহ বা বিশ্বাস হলো আল্লাহর গুণাবলী ও তাঁর সৃষ্টির গুণাবলী একইরূপ। আল্লাহ তাঁর হাতের কথা বলেছেন, তাঁর হাত যেমন বান্দার হাতও ঠিক তেমন-ই। দেখুনঃ মু'য়জামু আলফাযিল আক্বীদাহ, পৃষ্ঠা ১০৩-১০৪ প্রাগুক্ত

৩৯ এরাও মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ওয়াসিল ইবন আতা এর অনুসারী একটি ভ্রান্ত দল। এদের একটি আক্বীদাহ হলো, কবীরা গুণাহকারী ব্যক্তি মুমিনও নয় কাফিরও। এরা জান্নাতিও নয় জাহান্নামিও নয় । প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ২৯৩-২৯৪

৪০ এরা জাহাম ইবন সাফওয়ান এর অনুসারী একটি ভ্রান্ত দল। এদের একটি আক্বীদাহ হলো, আল্লাহ তা'য়ালা ইবরাহীম আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি এবং মূসা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলেননি। প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১৩৩

৪১ এরাও জাহাম ইবন সাফওয়ানের অনুসারী। এদের মূল আক্বীদাহ হলো, বান্দা ভালো-মন্দ সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহর হুকুমে করে থাকে। এ জন্যে বান্দা দায়ী নয়। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২৫

৪২ জাবারিয়াহ সম্প্রদায়ের একেবারে বিপরিত হলো ক্বাদারিয়া সম্প্রদায়ের আক্বীদাহ, তারা বলে থাকে যে, বান্দা নিজের ইচ্ছাই সকল কর্ম সম্পাদন করে থাকে। সে যাই করে থাকুক তাতে আল্লাহর ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন সম্পর্ক নেই। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩০

সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের' [৪৩] বিরুদ্ধাচরণ করে এবং যারা ভ্রষ্টতার উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য শপথ গ্রহণ করে, আমরা তাদের সাথে সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করছি। আমাদের মতে তারা পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত। পরিশেষে আল্লাহর নিকটেই যাবতীয় ভ্রান্তি হতে নিরাপত্তা এবং সৎপথে চলার তাওফীক কামনা করছি। (আমীন)

---

৪৩ 'আহাল' আরবী শব্দ, এর শাব্দিক অর্থ হলো, পরিবার-পরিজন, দল, গোষ্ঠী, জনসমষ্টি। 'সুন্নাহ' শব্দের শাব্দিক অর্থ : রীতি, পদ্ধতি, পথ, পন্থা, নিয়ম, স্বভাব- তা ভালো হোক বা মন্দ হোক। (সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ, ড. আবদুল মাবূদ, পৃষ্ঠা ১৩, গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ঢাকা) হাদীস শাস্ত্রবিদদের নিকট হাদীসের প্রতি শব্দ হলো সুন্নাহ বা আসার। আর 'জামা'আহ' শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো সুসংগঠিত দল কম হোক কিংবা বেশী হোক। ইসলামের পরিভাষায় 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'য়াহ' হলো ঐ দল বা জনসমষ্টি যারা কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের অনুসরণ করে। ইমাম ইবন তাইমিয়াহ বলেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মাযহাব বা পথ হলো, যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত এবং এই উম্মাতের সালাফগণ যার ওপর একমত হয়েছেন, ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। (মিনহাজু আহলিস্ সুন্নাহ, ইবন তাইমিয়াহ, খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ৮৩ মুয়াস্ সাসাতু কুরতুবা)

العقيدة الطحاوية

تأليف

الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة

الأزدي الطحاوي الحنفي

الترجمة

الشيخ عبد المتين بن عبد الرحمن

المراجع

د. محمد مطيع الإسلام

أستاذ مساعد، جامعة بنغلاديش الإسلامية